সিলেটে বন্যার পানি নামছে কৃষি ও সড়কের ক্ষতি বেশি

P-16/2, Ittefaq, 23 May 2022

ত্রাণের স্বল্পতা, বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট
সিলেট শহর জুড়ে উৎকট গন্ধ

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধূরী, (সিলেট) কানাইঘাট থেকে

সিলেটে নদনদীর পানি কমলেও বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক এলাকা এখনো জলমগ্ন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষি ও সড়কের। এখনো অনেক সড়ক ডুবে আছে। গ্রামীণ সড়কগুলোতে কোমর ও হাঁটু পানি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও জলমগ্ন। সিলেট-কানাইঘাট সড়ক, সিলেট-বিয়ানীবাজার-জকিগঞ্জ সড়কে এখানো পানি। এসব সড়কের ওপর কুচুরিপানা জমে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। শহর থেকে বের হলে চারদিকে পানি। গ্রাম-জনপদে পানি আর পানি। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব চলছে।

এদিকে নগরী ও বিভিন্ন উপজেলায় বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশনের তীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। সিলেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বন্যার পানি পান না করতে বিভিন্ন স্থানে প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা ভ্রাম্যমাণ 'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'র সাহায্যে সিলেট সিটি করপোরেশন, কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করছে। এই চারটি প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিদিন ৩২ হাজার লিটার পানি শোধন করে বন্যার্তদের দেওয়া হচ্ছে। গতকাল রবিবার কানাইঘাট পৌরসভার বিষ্ণুপুর ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে পানি নিতে ২ হাজার লোক সেখানে হুড়োহুড়ি শুরু করেন।

এদিকে বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ত্রাণের স্বল্পতায় অনেক স্থানে হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেছে। ত্রাণের তুলনায় সাহায্যপ্রার্থী বেশি। ত্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে। ১৩ মে থেকে বন্যা শুরু হলে সিলেট জেলার ১৩ উপজেলায় ১২ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মজিবুর রহমান, বন্যাকবলিত কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইঘাট, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা এলাকা সফর করে রবিবার বিকালে ইত্তেফাককে বলেন, এ পর্যন্ত ৩৪৫ টন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সিলেটে বন্যার পানি

P-16/2 Ittefaq, 23 May 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

চাল, ৬ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। নগদ ১৫ লাখ টাকার চাহিদার মধ্যে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ এসেছে। জেলা প্রশাসক জানান, আরো ২০০ মে.টন চাল ও ৪ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবারের চাহিদা জানিয়ে উর্ধ্বতন মহলে বরাদ্দ চেয়েছেন। তিনি বলেন, শহরেও মানুষ খাটের ওপর আশ্রয় নেয়। তবে এখন পানি নামছে।

এত পানির স্রোত জীবনে দেখিনি—এই মন্তব্য করে সত্তরোর্ধ্ব কানাইঘাট পৌর মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, পাহাড়ি ঢল নেমে কানাইঘাটকে তছনছ করে দিয়েছে। তবে আগামী জুন-জুলাইর স্বাভাবিক বন্যার ভয়ে আছি। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে। কানাইঘাটে বন্যায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্মাণাধীন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি ডুবে আছে। পানি না নামা পর্যন্ত সেখানে কাজ শুরু করা যাবে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, নগরীর সিংহভাগ এলাকা থেকেই পানি নেমে গেছে। নগরবাসী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজেদের বাসাবাড়িতে ফিরছেন। পানি যেসব এলাকা থেকে নেমেছে সেসব এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও নদী খনন না হওয়ার পরিণতি

P-8, Ittefaq
23 May 2022

এ এইচ এম ফিরোজ আলী

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অন্য দুর্যোগের চেয়ে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বহুমাত্রিক ক্ষতি করে। বন্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় এক বাধা এবং মানুষের আর্থিক ও মানসিক অপূরণীয় ক্ষতি করে। তার পরও বন্যার সঙ্গে লড়াই করে এ দেশের মানুষ বেঁচে আছে যুগ যুগ ধরে। এ দেশে ত্রিবেণী জালের মতো ছোট-বড় নদী, খালবিল থাকলেও অনেকগুলো ভরাট হয়ে অস্তিত্ববিপন্ন। উজানের দেশ ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে পলিমাটি এসে দেশের নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে অনেক নদী মরে যায় কিংবা মধ্যখানে বড় চর জেগে পানিপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। একসময় পাহাড়ি ঢল ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও নদীর গভীরতা থাকায় বন্যা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আগের চেয়ে কম বৃষ্টি এবং সাধারণ পাহাড়ি ঢলের পানিতে বড় রকমের বন্যার সৃষ্টি হয়। মানবসৃষ্ট কারণে বন্যা হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। যুগ যুগ ধরে নদী অযত্নে, অবহেলায় ডাস্টবিনের মতো পড়ে আছে। নদীসহ তীর দখল করে বাসাবাড়ি, দোকান তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক গতিতে বাধা ও তীরের বেড়িবাঁধ ধ্বংসের কারণে বন্যার পানি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং নদী দখল বন্যার আরেকটি অন্যতম কারণ। ভরাটকৃত নদীখনন ও খননকৃত মাটি দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ এবং সৃষ্ট পানি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে দেশকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

বন্যায় বর্তমানে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় এখন লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বিদ্যুতের কয়েকটি সাবস্টেশন পানিতে ডুবে যাওয়ায় সিলেট কয়েক দিন অন্ধকার ও ভূতুরে নগরী ছিল। গত ১৬ মে থেকে তিন-চার দিন রান্নাবান্না, গোসল দূরে থাক, হাতমুখ ধৌত করা ছিল মুশকিল। সিলেট শহরের প্রায় ৮০ ভাগ বাসাবাড়ি হাঁটুপানির নিচে। হযরত শাহ জালাল (র.) মাজার মসজিদের নিচতলায় পানি। শহরের তালতলা, উপশহর, বাবনা রোডসহ অনেক স্থানে গ্যাসের পাইপলাইনে ছিদ্র দিয়ে বুদবুদ করে গ্যাস বের হচ্ছে। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গত ১৮ মে বুধবার সিলেট নগরীর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণমন্ত্রী ড. এনামুল হক এমপি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ‘আগামী বর্ষার আগেই সুরমা ও কুশিয়ারা নদী খনন করা হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে খুবই আন্তরিক’। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো খনন ও তীর সংরক্ষণের বিষয়ে ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ পত্রিকায় ইতিপূর্বে দুটি নিবন্ধন প্রকাশিত হয়েছিল। এ বন্যায় নদী খননের প্রয়োজনীয়তার কথা এখন সিলেটের মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

আসামের নাগা, মনিপুর অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে আসা সুরমা নদী বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে সিলেট শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনায় গিয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়। এই সুরমা নদীতে জায়নামাজ বিছিয়ে নদী পার হয়েছিলেন হযরত শাহজালাল (র.) ও তার সফরসঙ্গীরা। সেই সিলেট শহর এখন পানির নিচে। গত সাত বছরে সিলেট শহরের ছড়া, খাল খনন, দখল উদ্ধার, গার্ডওয়াল নির্মাণ, পুরোনো ড্রেন ভেঙে নতুন ড্রেন নির্মাণে ২৪৫ কোটি টাকা খরচ করেও শহরবাসীর কোনো উপকারে আসেনি। এসব অপরিকল্পিত উন্নয়ন পানি নিষ্কাশনে বড় এক বাধা। খাল, ছড়ার ওপর বাসাবাড়ি, দোকান তৈরি করে খালের প্রস্থ কমিয়ে আনা এবং পলিথিন, প্লাস্টিক, ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখার কারণে খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি সময়মতো নামতে পারে না। বরং নদীর পানি উপচে শহরে ঢুকে বন্যা দেখা দেয়। এমন অপরিকল্পিত উন্নয়ন এখন শহরবাসীর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

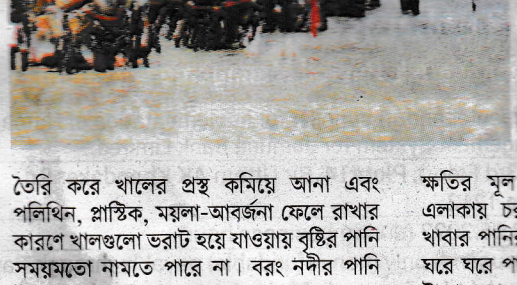

সিলেট বিভাগে ছোট-বড় ৮৭টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে ২৬টি, হবিগঞ্জে ২৮টি এবং সিলেটে ৩৩টি নদী রয়েছে। এসবের অনেকগুলো নদী অস্তিত্ববিলীন। হাসপাতাল-ক্লিনিকের বর্জ্য, পলিথিন-প্লাস্টিক ফেলে ভরাট করা হচ্ছে নদীগুলো। দখলদূষণ অপরিকল্পিতভাবে নিচু ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণের কারণে নদী ভরাট হয়ে তীরের সমান হয়ে গেছে। এতে পাহাড়ি ঢলের পানি ধারণ করা দূরে থাক, সাধারণ বৃষ্টির পানিতেও অকাল বন্যা দেখা দেয়। যেসব নদীর তীরে হাটবাজার, শহর, বন্দর গড়ে উঠেছে, সেখানে নদীর তীর একবারে নিচু। ফলে, এসব নিচু এলাকা দিয়ে সহজে বন্যার পানি ঢুকতে পারে। ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণে উচ্চতা ও প্রস্থ কম, গার্ডওয়াল না দিয়ে মাটি ভরাট করে জোড়াতালি দিয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করায় বানের পানিতে এসব ভেসে যায়। বন্যায় সিলেট-সুনামগঞ্জের সব কটি উপজেলার কাঁচাপাকা রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গেছে। অনেক স্থানে পানির তোরে ব্রিজ, কালভার্ট দুমড়েমুচড়ে ভেসে গেছে। চোখে না দেখা পর্যন্ত বন্যার এমন ভয়াবহতা কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না। এ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অঙ্কে হিসাব করা বড়ই কঠিন। বৈশাখ মাসে সুনামগঞ্জের হাওরের বেড়িবাঁধ ভেঙে শতকোটি টাকার ইরি, বোরো ধান নষ্ট হয়ে যায়। হাওরে বেড়িবাঁধ নির্মাণে অনিয়ম, দুর্নীতি এ ক্ষতির মূল কারণ। বর্তমানে বন্যাকবলিত এলাকায় চরমভাবে খাদ্য, জ্বালানি ও বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। সুনামগঞ্জের ঘরে ঘরে পানি এবং রোদের অভাবে লাখ লাখ টাকার ধান শুকানো যাচ্ছে না। মাছ, হাঁস, মোরগ, গরু-ছাগলের খামার ডুবে যাওয়ায় ফার্মের মালিকদের কান্নায় এ অঞ্চলের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার দাবাধরন মাটি গ্রামের বাসিন্দা সরকারি চাকরীজীবী মো. আব্দুল বারি বন্যার খবর জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান, গত ১৩ মে শুক্রবার সিলেট শহরে একটি সভায় যোগদান করার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় ঘুমিয়ে পড়লে ১১টার মধ্যে তার ঘর ডুবে যায়। মাত্র দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ি ঢলে সারি, পিয়াইন, গোয়াইন, চেঙ্গেরখাল, সুরমা, কুশিয়ারার পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। তিনি
জানান, জকিগঞ্জের আমলসীদ ত্রিমোহ
বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা নদীর মোহনার
ভেঙে যাওয়ায় বন্যার ভয়াবহতা বৃদ্ধি প
গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, কোম্পানী
জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট স
দক্ষিণ সুরমা ও বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিটি
ঘরে পানি ঢুকে পড়েছে। মানুষ বাঁশের ম
দুতলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করে
অনেকের গবাদি পশুসহ সহায়-সম্বল পা
ভেসে গেছে।

বিভাগীয় শহর সিলেট ও সুনামগঞ্জ সু
মৌলভীবাজার মনু নদ এবং হবিগঞ্জ জেলা
খোয়াই নদীর তীরে অবস্থিত। সুরমা, কুশি
কালনী, মনু, খোয়াই, যাদুকাটা, ব
কলকলিয়া, নলজুড়, ধলেশ্বরী, বা
খাজাঞ্চীসহ এই অঞ্চলের নদী ও খালের
অপরিকল্পিতভাবে উচ্চতা ও প্রস্থ কম
নির্মাণের কারণে বন্যার পানি বাধাপ্রাপ্ত
লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এসব ব্রিজ, কালভা
সেতুর নিচ দিয়ে নৌকা বা জলযান যাত
করতে পারে না। একদিকে নদী ভরাট, অন্য
নিচু সেতু এতে পানির গতি স্বাভাবিক
বাধাগ্রস্ত হয়। এমন ব্রিজ, কালভার্ট পানির
ভেসে গেছে।

পানি সম্পদ, এই পানি সুষ্ঠু ব্যবস্থা
অভাবে হয়, আপদ বা বিপদ। জীবনে-ম
দাফন-কাফনে, পুত-পবিত্রতায় পানি। কৃষি
বিকাশে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনেও পানি। পানি
জীবন চলে না। পানির বিকল্প এ পৃথিবীতে
হয়নি। পানির সদ্ব্যবহার বা সুষ্ঠু ব্যবস্থা
মাধ্যমে পানিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করা
পৃথিবীর অনেক দেশ নদীখনন, তীর সং
করে পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনেক
ও সাফল্য অর্জন করেছে। এবারের ব
সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সব শ্রেণি
মানুষ নদী খনন ও তীর সংরক্ষণের গুরুত্ব অ
করতে পেরেছেন। বন্যায় বিশুদ্ধ পানির অ
হাতমুখ ধৌত করা, গোসল করা, রান্না
কাজ ছিল বন্ধ।

নদী, রাষ্ট্র বা সরকারের মালিকানা
কিন্তু নদীর সুফল ভোগ করবে এ
নাগরিক। তাই নদীকে বাঁচাতে ১৯৫৬ স
এসএ রেকর্ড মোতাবেক সরেজমিনে জরিপ
সব নদনদীর সীমানা চিহ্নিত করে পিলার
ভরাটকৃত নদীর তলদেশ ও তীর জরিপ
প্রকল্প গ্রহণ আবশ্যক। কাল্পনিক প্রকল্প গ্রহণ
নদীখনন ও তীর সংরক্ষণ হলে রাষ্ট্রের
অপচয় করা মোটেই কাম্য নয়। নদী
খনন ও তীর সংরক্ষণে সেনাবাহিনীর
চৌকশ লোকদের যুক্ত করা হলে রাষ্ট্রে
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব
এ দেশকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা
পারে।

● লেখক : কলামিস্ট ও সমাজ বি

P-16/2, Ittefaq, 24 May 2022

সিলেটে ডায়রিয়া, চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাব

সুরমায় কমলেও কুশিয়ারার পানি এখনো বিপৎসীমার ওপরে

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সুরমা নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপৎসীমার নিচে আসলেও কুশিয়ারা নদীর পানি কয়েকটি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপরে। তাছাড়া বৃষ্টি ও ঢল কমে যাওয়ায় এখন উজানের পানি নেমে গিয়ে সিলেটের ভাটিতে চাপ সৃষ্টি করছে। সিলেটের বিভিন্ন এলাকা থেকে বন্যার পানি ক্রমশ নামতে শুরু করেছে। তবে বহু রাস্তাঘাট এখনো পানির নিচে। যেসব বাড়ি থেকে পানি নেমেছে সেগুলো প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেকের বাড়ির চালটুকু শুধু রয়েছে। এবারের বন্যায় সিলেট জেলার ১৩টি ও সুনামগঞ্জের ছয়টি উপজেলা তছনছ হয়েছে। বন্যাকবলিত হয় প্রায় ১৫ লাখ লোক।

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী সিলেট-সুনামগঞ্জের ৫৩৬ কিলোমিটার সড়ক এখনো পানির নিচে রয়েছে। বন্যার পানি নামলেও এসব সড়ক সংস্কারে লাগবে প্রচুর সময়। সংশ্লিষ্টরা জানান, ডুবে যাওয়া সড়কের মধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রায় ২৫০ কিলোমিটার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৩০ কিলোমিটার এবং সড়ক ও জনপথের (সওজ) আওতাধীন আটটি সড়কের ৫৫ কিলোমিটার বন্যাপ্লাবিত। এর মধ্যে অনেক সড়কে যানবাহন চলাচল সাময়িক বন্ধ রয়েছে।

বন্যার পানি নামতে না নামতেই সিলেটে ডায়রিয়া ও চর্মরোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সিলেটে ডায়রিয়ায় ১১৪ জন ও চর্মরোগে ছয় জন আক্রান্ত হয়েছে। সিভিল সার্জন ডা. এস এম শাহরিয়ার জানান, ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি বিশুদ্ধ খাবার পানি খেতে বলা হচ্ছে। চর্মরোগে আক্রান্তদেরও চিকিৎসা চলছে। নগরী ও বিভিন্ন উপজেলায় ১৪০টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। মেডিক্যাল টিমগুলো বন্যা উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে মানুষজনকে সচেতন করছেন, খাবার স্যালাইন ও ওষুধপত্র প্রদান করছেন। ডাক্তার শাহরিয়ার জানান, বন্যা-পরবর্তী ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচতে বন্যার্তদের সাবান দিয়ে হাত ধুতে এবং বিশুদ্ধ পানি পান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নগরীর ছড়ারপারের এক জন বাসিন্দা জানালেন, তার বাসা থেকে পানি নামার পর থেকে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
: ৫৫০১২০২৭। www.ittefaq.com.bd, e-mail: ittefaqpressrelease@gmail.com

সিলেটে ডায়রিয়া

১৬ পৃষ্ঠার পর P-16/2, 24 May 2022

পরিবারের সদস্যদের অনেকের শরীরে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। এলাকার আরো অনেকেই চর্মরোগে আক্রান্ত।

উচ্চতর সমন্বয় কমিটি গঠন; সুরমা নদী খনন, পুকুর-দীঘি উদ্ধারের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

প্লাবিত এলাকার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত, পুনর্নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত বাসা-বাড়ির তালিকা প্রণয়ন এবং সিলেট নগরীকে বন্যামুক্ত রাখতে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি উচ্চতর সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশন, সওজ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। গত রবিবার সিলেট সিটি করপোরেশনের আয়োজনে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি গঠন করা হয়। সভায় জুম-এর মাধ্যমে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি।

২২ কোটি টাকা মৎস্যের ক্ষতি

এবারের ভয়াবহ বন্যায় মৎস্য খামারিদের প্রায় ২২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে খামারের মাছ ভেসে যাওয়ার ক্ষতি যেমন আছে, তেমনি আছে অবকাঠামোগত ক্ষতিও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খামারিদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ওপর মহলে অভিহিত করা হয়েছে। সিলেট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ সোমবার জানান, বন্যায় ১৫ হাজার ১৬৩ জন মাছচাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ২১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। মৎস্য অফিসের তথ্যানুসারে, এবার বন্যায় মৎস্য খাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট উপজেলায়। ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষিরা বলছেন, এতবড় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন।

কুশিয়ারায় পানি বাড়ায় নতুন করে বন্যা

কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ভেলকুনা, গয়াসী, বাঘমারা ও ফেঞ্চুগঞ্জ পূর্ববাজার, উত্তর কুশিয়ারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে পানি উঠেছে। যাতায়াতে বিড়ম্বনায় পড়ছেন সেসব এলাকার মানুষজন। কুশিয়ারায় পানি বাড়ার কারণে গোলাপগঞ্জ উপজেলার তীরবর্তী বাদেপাশা, রুস্তমপুর, রাখালগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায়ও পানি উঠেছে। সিলেট-গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার সড়কে এখনো পানি। সোমবার দুপুরে ফেঞ্চুগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর পানি বিপৎসীমার দুই মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

বুধবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৫ মে ২০২২
দৈনিক ইত্তেফাক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

F-4
Ittefaq
25 May 2022

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৭ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd

জরুরী গাড়ি ভাড়ার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এর বাজার মনিটরিং কাজে ঢাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যবহারের জন্য উন্নতমানের ০২টি টয়োটা মাইক্রোবাস (১২ সিটের) মাসিক /প্রতিদিন হিসাবে মাসিক বিল পরিশোধ সাপেক্ষে আগ্রহী গাড়ি মালিকদের নিকট হতে নিম্নতথ্যাবলী উল্লেখ্য করত সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

গাড়ি ভাড়ার শর্তাবলি:

১. সরবরাহতব্য গাড়ি কমপক্ষে ১৫০০ সিসি টয়োটা মাইক্রোবাস এবং আধুনিকমানের (যা ২০১৭-২০২২ মডেলের) হতে হবে;
২. গাড়িটির এসি সবসময় সচল থাকবে হবে এবং গাড়িতে সুগন্ধি স্প্রে ও এ্যারোসল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
৩. সরবরাহতব্য গাড়ির যাবতীয় কাগজপত্র হালনাগাদ থাকতে হবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই সকল কাগজপত্র নবায়ন করে এর কালার ফটোকপি বাহক স্ট্রে দাখিল করতে হবে;
৪. গাড়িচালকের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এবং চালকের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি, চারিত্রিক সনদ জমা দিতে হবে;
৫. গাড়িতে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তার পরিবর্ততে একই মানের অপর একটি গাড়ি যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
৬. গাড়িচালকের বেতন, জ্বালানী, মেরামতসহ যাবতীয় খরচ গাড়ি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে;
৭. টয়োটা মাইক্রোবাসটির ভাড়া সর্বনিম্ন দরদাতার প্রদানকৃত দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মাসিক/দৈনিক হিসেবে মাস শেষে পরিশোধ করা হবে;
৮. মাস শেষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্যাডে বিল দাখিল করতে হবে। পরিশোধযোগ্য বিল হতে সরকারি বিধি অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর ইত্যাদি কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা চেক মারফত পরিশোধ করা হবে;
৯. গাড়িটি প্রতিদিন সকাল ৮.০০ হতে সন্ধ্যা ৮.০০ পর্যন্ত অথবা ন্যূনতম ১২ ঘন্টা ব্যবহার হবে।
১০. জনস্বার্থে সপ্তাহে ০৭ (সাত) দিন গাড়ি ব্যবহার করা হবে।
১১. সরবরাহকৃত গাড়িটির দুর্ঘটনা সংক্রান্ত যে কোনো প্রকার আইনগত জটিলতার দায়ভার গাড়ি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে;
১২. কোন কারণে গাড়ি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ঐ দিনের বিলসহ জরিমানা হিসেবে পরবর্তী দিনের বিল কর্তন করা হবে;
১৩. গাড়িতে লগ বই ব্যবহার করতে হবে এবং যানবাহন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিদিন ব্যবহারের পর স্বাক্ষর নিতে হবে;
১৪. গাড়ি ব্যবহারকারি কর্মকর্তার অনুপস্থিতে কোন অবস্থায়ই অন্য কোন যাত্রী ও কোন প্রকার মালামাল বহন করা যাবে না;
১৫. গাড়ি ভাড়া প্রদানের আবেদনের সাথে জামানত হিসেবে তফশিলী ব্যাংক হতে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার জমা দিতে হবে। কৃতকার্য দরদাতার জামানত বাবদ এর জমা রাখা হবে যা কার্যাদেশের মেয়াদ শেষে ফেরৎ প্রদান করা হবে;
১৬. অকৃতকার্য দরদাতার জামানত ফেরৎ দেয়া হবে। তবে জামানত ব্যতিত কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;
১৭. যে কোন কারণবশত উভয়পক্ষ ০১ মাসের নোটিশের মাধ্যমে গাড়ি সরবরাহ/কার্যাদেশ বাতিল করা যেতে পারে;
১৮. গাড়ি ভাড়ার কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে;
১৯. এ দরপত্রে নির্ধারিত গাড়ি মালিকের সাথে চুক্তি মাসিক ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে নবায়ন হবে;
২০. অর্থমন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সাপেক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজার মনিটরিং কোর্ড নং ১২০০১১৫০০ মাইক্রোবাস ভাড়াকরণের জন্য যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) কোর্ড নং ৩২১১১০৭ খাত হতে গাড়ি ভাড়া মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল সাপেক্ষে পরিশোধ করা হবে;
২১. পূর্বে আহবানকৃত RFQ এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এ বিষয়ে দরপত্রসমূহ আগামী ০৯ জুন ২০২২ তারিখ বেলা ১২.০০ টার মধ্যে উপসচিব (প্রশাসন-৭ শাখা), কক্ষ নং-২৩, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কক্ষে রক্ষিত বাক্সে জমা দেয়া যাবে এবং একই দিন ১২.৩০ মিনিটে দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে। এখানে উল্লেখ্য, যে সর্বনিম্ন দরদাতার দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গাড়ি ভাড়ার শর্তসম্বলিত গাড়ি সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।

কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৪/০৫/২০২২
(মোঃ সেলিম হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫০৯৫
e-mail:sas.admn7@mincom.gov.bd

স-১৪১৪ (১০×৩)

ittefaqeditorial@gmail.com

পার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন

f-8
Ittefaq
25 May 2022

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাচল নিশ্চিত করিতে দুর্গম-বন্ধুর পর্বতমালার অশ্মময় পরিবেশকে অনিন্দ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই নিমিত্তে পর্বতশ্রেণির কোল জুড়িয়া নির্মাণ করা হইতেছে সবুজ-শ্যামল 'পার্ক'। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ঝুঁকি না থাকিবার পরও সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি প্রকৃতি সংরক্ষণের অংশ হিসাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে। ৪ হাজার মাইল দূরে বীর আলেকজান্ডারের দেশ মেসিডোনিয়ায় যখন এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে তোড়জোড় চলিতেছে তখন এই ছোট্ট বদ্বীপে ঘটিতেছে সবুজবেষ্টিত পার্ক উজাড়ের মহাযজ্ঞ। দেশের অনেক পার্ক ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। রাজধানীর পার্কগুলির বেহাল দশা লইয়া বহু লেখালেখি হইয়াছে। কিন্তু পার্কগুলিকে দখল-দূষণের হাত হইতে রক্ষার আবেদন যেন অরণ্যে রোদনে পরিগণিত হইয়াছে। এই মেগাসিটির পার্কগুলির দুরবস্থার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাবিবার ফুরসৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে একদা শোভাবর্ধনকারী পান্থকুঞ্জ পার্কটির অবস্থা বর্তমানে সঙ্গিন। ময়লার স্তূপে পরিণত হইবার কারণে সেখানে দর্শকের দেখা মেলে না। গতকাল ইত্তেফাকের এক খবরে বলা হইয়াছে, এই পার্কটিতে এখন অসামাজিক কর্মকাণ্ডও চলিতেছে। জনগণের সুস্থ বিনোদনের জন্য যে পার্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল একদা, সেই পার্ক এখন হইয়া পড়িয়াছে নর্দমাপূর্ণ এবং সেই সূত্রে মশার অন্যতম প্রজননক্ষেত্র। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের এই অবহেলা প্রদর্শন মোটেও কাম্য নহে।

ত্রিভুজাকৃতির পান্থকুঞ্জ পার্কটিকে ২০১৮ সালে 'জলসবুজে ঢাকা' প্রকল্পের ব্যানারে আধুনিকায়নের উদ্যোগ লওয়া হইলেও বারংবার দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের কারণে পার্কটি এখন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শুধু এই পার্কটিই নহে, পুরা কারওয়ানবাজার এলাকাটিই যেন অব্যবস্থাপনার চরম খেসারত দিতেছে। মতিঝিলের মতো এখানে কমার্শিয়াল এলাকা গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আজও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় নাই। অন্য একজনের উদ্যোগের কারণেই কি এই অবহেলা ও অনাদর? এখানকার কাঁচাবাজারটি অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও ব্যবসায়ীরা যাইতে চাহেন না। এখানকার পরিবেশও ক্রমশ দূষিত হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন দোকানপাটের কারণে ফুটপাত দিয়া চলাচল করা কঠিন। বিশেষত সকালবেলা ও রাত্রে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলিয়া পথচলা অতি কষ্টের। এই বিষয়টি কাহারও ভাবিয়া দেখিবার সময় আছে কি? এই এলাকাটিকে নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার বিষয়টি কি কেবল খাতা-কলমেই থাকিয়া যাইবে? অবশ্য ইহা অত্যন্ত ক্ষমতাবান সংসদ সদস্যের এলাকাও বটে!

কংক্রিটের শহর-নগরে পার্ক ও সবুজ বেষ্টনীযুক্ত উন্মুক্ত জায়গাগুলি মেগাসিটির ফুসফুস হিসাবেও বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কর্মব্যস্ত মানুষ খোলা আকাশের নিচে দুদণ্ড বুকভরে নিঃশ্বাস লইবার জন্য ছুটে আসে এই সকল স্থানে। আজকাল পার্ক ও খেলার মাঠের অভাবে শহরের শিশুরা স্থূলতাসহ শারীরিক-মানসিক বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছে। তাহাদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হইতেছে নানাভাবে। এভাবে প্রকৃতি উজাড়ের মহোৎসবে আমাদের গা এলাইয়া দেওয়া অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত। বর্তমানে ঢাকা শহরে পার্কের সংখ্যা ৪৯টি। তন্মধ্যে ৩৩টির অস্তিত্ব এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইভাবে শহরের সকল পার্ক কি একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে? রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ যেই সকল এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চলিতেছে, সেইখানকার আশপাশের পার্কগুলি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর দিতে হইবে। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের পার্কগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে আমাদের নূতন করিয়া মনোনিবেশ করিতে হইবে। স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হইবে। পার্কগুলি দখল-দূষণের হাত হইতে রক্ষায় সাধারণ মানুষকেও হইতে হইবে সজাগ ও সচেতন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
বুধবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৫ মে ২০২২

সিলেটে ১৭ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি

তবে পানি নামছে ধীরে, বহু সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত, কাদাপানিতে চরম দুর্ভোগ

P-15, Ittefaq
25 May 2022

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধূরী, (সিলেট) গোয়াইনঘাট থেকে

নদনদীর পানি হ্রাস পাওয়ায় সিলেট ও সুনামগঞ্জের ১৭ উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে সিলেট শহরের নিকট সুরমার পানি খুব ধীরে নামছে। হাওর এলাকার বাড়ির নিচে এখনো পানি। মঙ্গলবার গোয়াইনঘাট উপজেলার বারো হাল খাস মৌজার অনেক বাড়ির চারপাশে পানি দেখা যায়। বাড়ি থেকে পানি নামলেও ঘর থেকে বের হতে কাদা-পানিতে সৃষ্টি হয়েছে চরম দুর্ভোগ। বন্যার কারণে প্রায় ১০ দিন কৃষকেরা পাকা ধান ও গোখাদ্য শুকাতে পারেনি। বন্যায় ফসল, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তছনছ করে দিয়েছে।

ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে সিলেট জেলা ও মহানগর মিলিয়ে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার সড়কে এখন বন্যার ক্ষত। সড়ক ও জনপথের (সওজ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উৎপল সামন্ত ইত্তেফাককে বলেন, চলমান বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে সওজের ১৩৫ কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে। এগুলো নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তবে জরুরি ভিত্তিতে সড়ক চালু করতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেছেন।

অপরদিকে, এলজিইডি সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী এনামুল কবির বলেন, সড়কে এখনো পানি। তবে এখন পর্যন্ত ১১১টি সড়কের প্রায় ২৬৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব সংস্কারে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।

এদিকে, গত সোমবার সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' কমিটির সভায় বিভাগের সকল পর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা শেষে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রদানের জন্য বলা হয়। বিভাগীয় কমিশনার ড. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিলেটের চার জেলার জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনী ও বিজিবির প্রতিনিধি, পুলিশের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিলেটের প্রধান নদী সুরমার ২৯৫ কিলোমিটার ও কুশিয়ারার ১৬১ কিলোমিটার নদীসহ আরো কয়েকটি নদী ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এসএম শহীদুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, ৬ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা ড্রেজিংয়ের জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে সিলেটের বন্যা সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে। 'নদী খনন ছাড়া সিলেট অঞ্চলের জীবন-জীবিকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সব কিছু স্থবির হয়ে যাবে,' এমন মন্তব্য করে সুনামগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য নজির হোসেন বলেন, মেঘালয়ের পাদদেশে এই জনপদে প্রতি বছর হাজার হাজার টন বালি ও পলি নেমে আসছে। তাই এখানকার নদী-খালে সব সময় নাব্য ধরে রাখতে হবে।' সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধূরী বলেন,' আমাদের সৌভাগ্য। নগরীর মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহমান। যা অন্য কোন শহরে নাই। কিন্তু দূষণ ও ভরাটের কারণে আজ আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন।' সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেট বিভাগীয় আহ্বায়ক ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বলেন, যে কোনভাবেই হোক সুরমা-কুশিয়ারা ড্রেজিং করতে হবে।

সূত্র মতে, সুরমা নদী খননে ২০১২ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে পাউবো। ঐ প্রকল্প প্রস্তাবের পর নদী খননে সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার পর নদী খননে উদ্যোগ নেওয়ার কথা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হলেও আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৭ সালেও আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে পাউবো। ২০১৯ সালে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও নদীর তীর সংরক্ষণের জন্য ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার একটি ডিপিপি গ্রহণ করে পাউবো। কিন্তু ঐ প্রকল্পেরও অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, সুরমা নদী ড্রেজিংয়ে এ পর্যন্ত ৪ বার সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু নদী আর ড্রেজিং করা হয়নি।

A-2/16, Ittefaq, 26 May 2011

সিলেটে বন্যায় কৃষিতে ক্ষতি ১৫০ কোটি টাকা

৯১ হাজার কৃষক ফসল হারিয়ে নিঃস্ব

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারার পানি ধীরে ধীরে নামছে। তবে ভাটির বহু এলাকা এখনো জলমগ্ন। যেসব ঘরবাড়ি থেকে পানি নেমেছে, সেসব ঘরের ভেতরে জমে থাকা কাদামাটি সরানো হচ্ছে। বন্যায় সিলেটের চার জেলায় ২ সহস্রাধিক বাড়িঘরসহ বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো বিনষ্ট হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। সরকারিভাবে নিরূপণের কাজ চলছে। কৃষকরা পড়েছেন সবচেয়ে বেশি বিপাকে। এপ্রিলে প্রথম দফায় কাঁচা ধান, দ্বিতীয় দফায় পাকা ধান, সবজি, গম, আউশ বীজতলা হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। আউশের বীজতলা করার সুযোগ নেই। চারাও পাওয়া যায় না। যারা বোরো ধান কেটে এনেছেন তারা ধান শুকাতে পারছেন না। বাড়ির আঙ্গিনা স্যাঁতসেঁতে। খলা (চাতাল) ডুবে আছে। তাই বড় রাস্তায় তারা ধান শুকাচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রয়োজন। কিন্তু আগামী আমন ও রবিশস্যের আগে এর সুযোগ কম। তবে ৪০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত বোরোচাষিকে এক বছর অপেক্ষায় থাকতে হবে।

এদিকে এপ্রিল থেকে দুদফা বন্যায় সিলেটের চার জেলায় কৃষিতে অন্তত ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সরকারি হিসাবে এ পর্যন্ত ১২০ কোটি টাকার ক্ষতি নিরূপণ হয়। সিলেট অঞ্চলে ৯১ হাজার কৃষক বোরো জমি, আউশ, বাদাম ও সবজিখেত হারিয়ে নিঃস্ব। এপ্রিলে প্রথম দফা বন্যায় কেবল সুনামগঞ্জ ও সিলেটে ৬ হাজার ৩৪০ হেক্টর জমির ফসল ডুবে যায়। টাকার অঙ্কে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত বোরোচাষিরা প্রথম দফায় কাঁচা ধান পরে দুই দফায় হাওরের পানিতে ডুবে সারা বছরের খোরাকি হারিয়েছেন। কিন্তু হাওরবাসী বলেছে ক্ষতির প্রকৃত হিসাব আরো বেশি।

ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

বন্যার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন সিলেটের বন্যাকবলিত মানুষ জন। ডায়রিয়ার এ পর্যন্ত সিলেটে আক্রান্ত হন ৩৬৯ জন। এর মধ্যে কেবল মঙ্গলবারই আক্রান্ত হয়েছে ৪৬ জন। আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগ সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকার। এর আগে রবিবার পর্যন্ত সিলেটে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১৪ জন। দুই দিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৫ জনে।

সিলেটের সিভিল সার্জন ডা. এস এম শাহরিয়ার বলেন, গ্রাম এলাকায় পানি নেমে গেলেও সিসিক এলাকায় বিভিন্ন স্থানে ময়লাযুক্ত আবদ্ধ পানি জমে আছে। তাই নগরীতে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

P-2/16, Ittefaq 26 May 2011

সিলেটে বন্যায়

১৬ পৃষ্ঠার পর

ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ছাড়াও মধ্য বয়সিরাও রয়েছেন। বন্যায় এ পর্যন্ত চর্মরোগে ছয় জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানান তিনি। সিসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জাহিদুল ইসলাম জানান, মহানগরী এলাকায় ডায়রিয়ার প্রকোপ রোধে মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। মঙ্গলবারও দুটি হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। তিনি বলেন, বন্যায় অনেক টিউবওয়েল ডুবে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাপ্লাইয়ের পানিও হয়তো দূষিত হয়ে পড়েছে। তাই বন্যাকবলিতদের সপ্তাহখানেক সতর্কতার সঙ্গে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

সিলেটে বন্যায় হাজার কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা

P-1/15
Ittefaq
27 May 2022

- সিলেটে সুরমা-কুশিয়ারায় 'ক্যাপিটাল' ড্রেজিং জরুরি
- প্রায় ৩ হাজার মিটার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে ও ৫২টি স্থানে বাঁধ উপচে সিলেট প্লাবিত হয়

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, (সিলেট) জকিগঞ্জ থেকে

সিলেটে এবারের বন্যায় হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহীদুল ইসলাম বলেন, টাকার অঙ্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতির নিরূপণ চলছে। কর্মকর্তারা বলেন, ২০০৪ সালের পরে এটা সিলেটে ভয়াবহ বন্যা। এপ্রিল ও মে মাসে দুই দফা বন্যা শস্য ও মৎস্য ভাণ্ডার খ্যাত এই অঞ্চলকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। সড়ক ভেঙে, ফসল ডুবে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। বহু সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকেই বেকার হয়ে পড়েছে। নারী ও শিশুদের অবস্থা করুণ। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ বলেছে, বন্যায় সিলেট অঞ্চলের অন্তত ৫ লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিলেটে বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে রাস্তাঘাট, কৃষিক্ষেত্র, মৎস্যসম্পদ, বাড়িঘরসহ নানা অবকাঠামোর ক্ষতির চিত্র।

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শহীদুল ইসলাম বলেন, বন্যায় সিলেট সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে সিলেটের প্রাত পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

সিলেটে বন্যার হাজার

P-1/15
Ittefaq 27 May 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপজেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ডাইকের ৩৮টি স্থান ভেঙেছে। দুটি রেগুলেটরও ভেঙে গেছে। ডাইকের ৫২টি স্থানে বাঁধ উপচে পানি ঢুকে ঘরবাড়ি ডুবেছে। টাকার অঙ্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতি নিরূপন চলছে। তিনি বলেন, শুধু সিলেটে জেলার ৩৮টি স্থানের মধ্যে কয়েকটির ভাঙন বন্ধ করার কাজ শুরু হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের প্রধান নদী সুরমা-কুশিয়ারা নাব্য হারিয়েছে। নদী এখন পানি ধরে রাখতে পারছে না। ফলে নদী উপচে জনপদ প্লাবিত হয়। সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন বলেছেন, 'সিলেট অঞ্চলকে বন্যামুক্ত করতে হলে 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং' প্রয়োজন। আর তা করা হলে সিলেট কৃষি ও মৎস্য সম্পদের সোনালি অতীত ফিরে আসবে। নতুবা এলাকাটি মরুভূমি হয়ে যাবে। এদিকে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এসে সুরামা, কুশিয়ারায় 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং'-এর গুরুত্বারোপ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী বর্ষার আগে নদী খনন করা হবে।

সিলেটে পানি কমলেও বাড়ছে পানিবাহিত রোগ

P-2/16 Ittefaq 29 May 2022

১২ হাজার নলকূপ ও ৭৮ হাজার শৌচাগার নষ্ট

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেটে পানি কমলেও পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত নানা রোগ ছড়াচ্ছে। সিলেট জেলায় প্রায় ৬২০ জন লোক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। শুক্রবার এক দিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ৫৭ জন। এখন পর্যন্ত যদিও জন্ডিস বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে সার্ভিলেন্স শুরু হয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য বিভাগ। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া নলকূপ জীবাণুমুক্তকরণের কাজ শুরু করেছে।

এদিকে সিলেটের প্রধান নদী সুরমা ও কুশিয়ারা বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও ধনু নদীর পানি এখনো বিপৎসীমার ওপরে। পানি নামতে সময় লাগছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ১৭ উপজেলা এখনো বন্যার পানির নিচে।

সিলেটের ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. জন্মেজয় দত্ত জানান, আবদ্ধ পানি থেকে জন্ডিস, ... ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। বন্যায় নলকূপ ডুবে যাওয়ায় বন্যার্তদের অনেকেই পানি... ট্যাবলেট ব্যবহার করে পানি পান করছেন। কিন্তু অনেকে এখনো প্লাবিত নলকূপ কিংবা ডিপটি... পানি পান করছেন। এতে জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে এবং পাঁচ-ছয় দিন পর এর বহি... এ কারণে জন্ডিস, ক্রনিক ডিসেন্ট্রি দেখা দিতে পারে। ডেপুটি সিভিল সার্জন বলেন, সিলেটের ... গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। এ কারণে তারা এই চার উ... সতর্কতাবস্থায় রয়েছেন। তিনি জানান, বন্যার পর বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য

পৃষ্ঠা

P-16/16, Ittefaq

সিলেটে পানি কমলেও

29 May 2022

১ম পৃষ্ঠার পর

কমপ্লেক্সের আউটডোরে খোসপাঁচড়ায় আক্রান্ত শিশুরা চিকিৎসা নিচ্ছে।

সিলেটে ক্ষতিগ্রস্ত ১২ হাজার নলকূপ

এবারের বন্যায় প্রায় ১২ হাজার নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বেসরকারি সূত্র জানায়, ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি হবে। সিলেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন জানান, বন্যায় সিলেট জেলার ১২ হাজার নলকূপ ও প্রায় ৭৮ হাজার শৌচাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় জরুরিভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এই হিসাব নিরূপণ করা হয়। জকিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় ৬ হাজার ৫০০ মিটার পানি সরবরাহের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব মিলিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, বেশির ভাগ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ ও শৌচাগার সংস্কার হয়নি। ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিয়েছে ও সেই সঙ্গে স্যানিটেশন সমস্যায় ভুগছে মানুষ। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ পানির সংকট মোকাবিলায় নলকূপগুলো দ্রুত জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া সুপেয় পানির সংকট মেটাতে মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। জেলার কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ কার্যক্রম চলছে। এ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রতি ঘণ্টায় ৬০০ লিটার পানি পরিশোধন করছে। দৈনিক গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা এসব প্ল্যান্ট থেকে পানি বিতরণ করা হয়। কানাইঘাটে ১০ দিন এবং গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জে সাত দিন ধরে এ কার্যক্রম চলছে। এলাকাবাসী জানান, গোয়াইনঘাট কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বিশ্বনাথ উপজেলার লোকজন বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছেন। এছাড়া, সিলেট নগরীর বেশ কিছু এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সংকট বিরাজ করছে।

মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ হাজার পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দিয়েছে সিলেট সিটি করপোরেশন। সরকারি সহায়তায় গত তিন দিনে বন্যার্তদের মধ্যে এসব খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে নদীর তীর উপচে বাসা-বাড়িতে পানি ঢুকে। বন্যাকবলিত এলাকায় দেখা দেয় খাদ্যসংকট। সংকট নিরসনে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিলেটের সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনার আলোকে সরকার সিলেট মহানগরের জন্য ১ হাজার প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী ও ৬০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় খাদ্যপণ্য। ২৫ মে থেকে ২৭ মে পর্যন্ত সিসিকের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ার্ড ও বর্ধিত টুকেবাজারে সর্বমোট ১৩ হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, খাদ্যসংকট নিরসন, স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সিলেট সিটি করপোরেশন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ Bangladesh 50

MUJIB 100

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

P-16, Ittefaq 31 May 2022

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

blri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০৫.২৬৭২.২০৬.১৫.০০১.২১-১১৫১ তারিখ:২৯/০৫/২০২২ খ্রিঃ

গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ এর অংশ হিসেবে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি গণশুনানী আগামী ০৯ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা হতে ০৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) অনুষ্ঠিত হবে। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত গণশুনানীতে সরাসরি উপস্থিত হয়ে বিএলআরআই প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

(ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৬
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৫
ইমেইল: dg@blri.gov.bd